অধ্যায়
১৬

# কৃষি সম্প্রসারণে নারীর অংশগ্রহণ

# কৃষি সম্প্রসারণে নারীর অংশগ্রহণ

## ১৬.১ ভূমিকা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ নারী। নারী উন্নয়ন তাই জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। সকল ক্ষেত্রে নারীর সমসুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একান্ত অপরিহার্য। কিন্তু পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে নারীকে সর্বদা অবদমিত করে রাখা হয়েছে। গৃহস্থালী কাজে ব্যয়িত নারীর মেধা ও শ্রমকে যথাযথ মূল্যায়ন করা হয়নি। যে নারী কৃষির অগ্রদূত, যে নারী আমাদের কৃষি সমাজ সংসারকে মহিমান্বিত করে, তার কষ্টগাঁথা এখনো আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরে লক্ষ্যণীয়। বাংলাদেশের নারীরা পুষ্টি, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার সুযোগ, পেশাগত ক্ষেত্রে মর্যাদা ও আর্থিক বিষয় এবং সম্পদের প্রবেশাধিকারেও পিছিয়ে আছে। বর্তমান প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে সকল স্তরে জেন্ডার বৈষম্য চিহ্নিত করে তা সংশোধনের জন্য বিশেষ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত সকল কর্মকাণ্ডে নারীকে চাষী হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে, তার শ্রম ও বুদ্ধিবৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে, অর্থনৈতিক সুযোগ বৃদ্ধি করে এবং উৎপাদনশীল সম্পদে তার অধিকারকে উৎসাহিত করে আমাদের সকল কার্যক্রম পরিচালিত করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে, যার সফল প্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে জয় করে কৃষির প্রকৃত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হবে।

## ১৬.২ জেন্ডার বৈষম্য: বিশ্ব ও বাংলাদেশ চিত্র

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে টেকসই উন্নয়নের প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু কাজটি গতি পাচ্ছে না। এ গতিহীনতার পেছনে গবেষকদের মত হলো জেন্ডার অসমতা বা বৈষম্য। এর থেকেই তৈরি হচ্ছে অর্থনৈতিক অসমতা, সামাজিক অসমতা ও পরিবেশগত অসমতা এবং বাধাগ্রস্থ হচ্ছে উন্নয়ন।

### ক) জেন্ডার বৈষম্য

সংস্কৃতি, জাতি, ধর্ম, শ্রেণিভেদে জেন্ডার বৈষম্য ভিন্ন ভিন্ন হলেও বিশ্ব জুড়ে দুটি ক্ষেত্রে বৈষম্য অভিন্ন

- জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাগ: দৈনন্দিন কাজ, দায়দায়িত্ব প্রভৃতি
- অমর্যাদাজনক বা হীন অবস্থা: সম্পত্তির অধিকার, পছন্দ, ক্ষমতা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে অধিকারহীনতা প্রভৃতি

### খ) জেন্ডার বৈষম্যর চালচিত্র

- অধিকাংশ দেশে নারীরা বিনা পারিশ্রমিকে পুরুষের চেয়ে দ্বিগুণ শ্রম দেয়
- উন্নয়নশীল দেশে নারীরা সপ্তাহে ৩১-৪২ ঘণ্টা বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করে
- অধিক পারিশ্রমের কাজে নারীরা একই কাজের জন্য পুরুষের তুলনায় তিন চতুর্থাংশ পারিশ্রমিক পায়
- কম পরিশ্রমের কাজে এই হার ৫০% পর্যন্ত হয়ে থাকে

- বিশ্বে সংসদীয় আসনে নারীদের অর্জন ১০-১৩ ভাগ, যদিও মোট ভোটারের অর্ধেক নারী
- অধিকাংশ আফ্রিকান দেশে কৃষি ক্ষেত্রে নারীর অবদান ৮০ ভাগ
- বিশ্বের চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাসকারী ১৩০ কোটির মধ্যে ৭০ ভাগই নারী
- বিশ্বের ৯৬ কোটি নিরক্ষরের মধ্যে দুই তৃতীয়াংশ নারী
- কম পারিশ্রমিকের নারীর কেন্দ্রীভবন দৃশ্যমান, গার্মেন্টস শিল্পে বিশ্বেও মোট শ্রম শক্তির দুই তৃতীয়াংশ নারী
- দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলে ৮০ ভাগ শ্রম শক্তি নারী
- নারীদের সাংসারিক কাজকে অর্থনৈতিক কাজ হিসেবে গণ্য হয় না; বিশ্ব অর্থনীতিতে অদৃশ্য অবদান স্বরূপ ১১ ট্রিলিয়ন ডলার হারিয়ে যায়
- নারীর স্বার্থ সংরক্ষণে অনেক প্রগতিশীল আইন অনেক দেশে থাকলেও আইনের সুযোগ তারা গ্রহণ করতে পারে না

**গ) বাংলাদেশে নারীদের জীবন যাত্রার ধরন**

- গৃহস্থালীর কাজ করে, যার কোন মূল্যায়ন হয় না
- গ্রামে স্বামীরা রোজগার করে, নারীরা নির্ভরশীল
- জন্মের পর থেকে সমান ক্যালরী থেকে মেয়েরা বঞ্চিত হয়
- নারী রাখে বাড়ির খবর
- ছেলে হোক মেয়ে হোক ২টি সন্তান যথেষ্ট কিন্তু বাস্তবে ১টি ছেলের জন্য ৪-৫টি মেয়ে হয়ে যায়
- বিয়ের পর মেয়ের জীবন জীবিকা নির্ভর করে স্বামীর ওপর
- পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতাই কর্তৃত্বের অধিকারী
- মেয়েকে বিবাহিত বুঝানোর জন্য নাক-কান ফোড়ায়, সিঁদুর পড়ে কিন্তু পুরুষদেরকে বুঝানোর দরকার পড়ে না
- চলাফেরায় মেয়েদের ক্ষেত্রে কঠোর নিষেধাজ্ঞা
- মেয়েরা ফতোয়াবাজির শিকার
- সাধারণতঃ সন্তান ধারণের জন্য পুরুষের সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত
- বহুবিবাহ পুরুষদের সংরক্ষিত আসন
- যৌতুকে পুরুষের কৌতুক
- মেয়েরা মোহরানা পায় বাকীতে, ছেলেরা যৌতুক পায় নগদে
- জমির দলিল হয় ছেলের নামে যদিও গারো সম্প্রদায় ব্যতিক্রম
- বিবাহ বিচ্ছেদে সমান অধিকার, বাস্তবে পুরুষ ৯৯%

উপরের বিভিন্ন চিত্র দেখে প্রতীয়মান হয় যে, নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি সবসময় সবদেশেই। সাম্প্রতিককালে বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত নিউজলেটার Gender Equality as Smart Economics-এর মতে অধিকতর উন্নয়নের খাতিরে নারীকে বিশেষ সুযোগ দিতে হবে। নারীর শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করলে তা অর্থনীতিতে গুণক ফলাফল দেয়। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নারীকে মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলাই হবে কৃষিতে নারী উন্নয়নের মূল কাজ।

## ১৬.৩ জাতীয় কৃষি নীতি ও নারী কৃষক

কৃষি ক্ষেত্রে নারীদেরকে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে নারীদের অধিক হারে সম্পৃক্ত করে শহরমুখী জনস্রোত রোধ করার জন্য জাতীয় কৃষি নীতির আওতায় কৃষি ক্ষেত্রে নারীর ভূমিকা যথাযথ মূল্যায়নপূর্বক তা বিকাশের জন্য নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন:

- ফসল তোলার পরবর্তী কর্মকাণ্ড, বীজ সংরক্ষণ, কৃষি উপকরণ (সার, বীজ, বালাইনাশক, কৃষি যন্ত্রপাতি ব্যবসা), নার্সারি ব্যবসা, সবজি উৎপাদন, গৃহাঙ্গনে কৃষি, ফুলের চাষ, ফল-ফুল ও সবজি বীজ উৎপাদন, স্থানীয় কৃষিজ পণ্য ভিত্তিক কুটির শিল্প স্থাপন ও পরিচালনা প্রভৃতি কাজ নারীদের জন্য খুবই উপযোগী। এসব কাজে নারীদের আগ্রহ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রশিক্ষণ পরিচালনা ও মূলধনী সহায়তা প্রদান করা
- মাঠ ফসল উৎপাদন কর্মকাণ্ডে নারীরা অংশগ্রহণ করে থাকে বিধায় বাস্তবায়নাধীন জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতির আলোকে নারী কৃষকদের জন্য পৃথক সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা
- কৃষি কর্মকাণ্ডে নারীদের অবদান রাখার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণের জন্য যথাযথ গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করা এবং চিহ্নিত অসুবিধাসমূহ দূরীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা

## ১৬.৪ নারী উন্নয়ন নীতি ও কৃষি ক্ষেত্র

নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ এর অনুচ্ছেদ ৩০, অনুচ্ছেদ ৩১, অনুচ্ছেদ ৩৬ এবং অনুচ্ছেদ ৩৭ এ নারী উন্নয়ন ও কৃষি উন্নয়নের আন্তঃসম্পর্কীয় দিক নির্দেশনা রয়েছে, যা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

### অনুচ্ছেদ ৩০: নারীর খাদ্য নিরাপত্তা

৩০.২: খাদ্য নিরাপত্তা অর্জন প্রক্রিয়ায় পরিকল্পনা, তত্ত্বাবধান ও বিতরণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
৩০.৩: খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নারীর শ্রম, ভূমিকা, অবদান, মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি প্রদান করা।

### অনুচ্ছেদ ৩১: নারী ও কৃষি

৩১.১: কৃষি প্রধান অর্থনীতিতে খাদ্য নিরাপত্তা, কর্মসংস্থান, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে কৃষির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নারীর শ্রম ও অংশগ্রহণ বিশ্বব্যাপী সর্বজনবিদিত। জাতীয় অর্থনীতিতে নারী কৃষি শ্রমিকের শ্রমের স্বীকৃতি প্রদান করা।
৩১.২: জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে নারী কৃষি শ্রমিকদের সকল প্রকার সহায়তা প্রদান করা।
৩১.৩: কৃষিতে নারী শ্রমিকের মজুরি বৈষম্য দূরীকরণ এবং সমকাজে সম মজুরী নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা।
৩১.৪: কৃষি উপকরণ, সার, বীজ, কৃষক কার্ড, ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে নারী কৃষি শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

**অনুচ্ছেদ ৩৬: নারী ও পরিবেশ**

৩৬.৩: কৃষি, মৎস্য, গবাদি পশুপালন ও বনায়নে নারীকে উৎসাহিত করা ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

**অনুচ্ছেদ ৩৭: দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে নারী ও শিশুর সুরক্ষা**

৩৭.৩: দুর্যোগ মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসনের সময় নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী নারীর নিরাপত্তা বিশেষভাবে বিবেচনা করা।

## ১৬.৫ কৃষিতে নারীর অংশগ্রহণ শক্তিশালীকরণে সম্প্রসারণের কর্মপন্থা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সেবা গ্রহীতা (টার্গেট গ্রুপ) চিহ্নিত করবে, উপযুক্ত প্রযুক্তি/সম্প্রসারণ সেবা বাছাই করবে এবং উপযুক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করবে।

নারী কৃষক: কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সম্পৃক্ত এবং কৃষি কাজে (মাঠ ফসল চাষাবাদ থেকে শুরু করে সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং ফসল বাণিজ্যিকীকরণ পর্যন্ত) আগ্রহী সকল নারীই কৃষক হিসেবে স্বীকৃত হবে।

**নারীবান্ধব সেবা:**

অর্থনৈতিক কার্যক্রমে নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৃষি সম্প্রসারণ, বাজারজাতকরণ ও উৎপাদনশীল কার্যক্রমে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে। সে লক্ষ্যে কৃষি সম্প্রসারণ প্রযুক্তির ওপর প্রশিক্ষণ, বাজার সংক্রান্ত তথ্যাদি, কৃষি পণ্য উৎপাদন কৌশল, উৎপাদন উপকরণের উৎস প্রভৃতি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহের মাধ্যমে নারীকে সহায়তা করতে হবে। নারী সম্প্রসারণ কর্মী এই সকল কার্য সাধনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে বিধায় সম্প্রসারণ কর্মকাণ্ডে নারী সম্প্রসারণ কর্মীর অংশগ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধি করতে হবে।

কৃষি উৎপাদন উপকরণ তৃণমূল নারী কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। এই সকল কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে সম্প্রসারণ কর্মীকে 'নারী কৃষকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া'র নিম্নোক্ত ধাপ (step) অনুসরণ করে সকল নারী কৃষককে সম্প্রসারণ সেবার আওতায় আনতে পারবে:

## ১৬.৬ নারী কৃষকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া

**নারী কৃষক সংগঠন তৈরি:**

নারী কৃষক গ্রুপ বা সংগঠন নতুন ভাবে গঠন বা বিদ্যমান গ্রুপকে গতিশীল বা উন্নত করে সম্প্রসারণ কাজ করা যাতে তারা একত্রিত থাকার ফলে সামাজিকভাবে শক্তিশালী হয়, সংগঠিত থাকায় বাজারে ভাল মূল্য পায় এবং সম্প্রসারণ কর্মীর জন্য প্রযুক্তি বা তথ্যের সম্প্রসারণ সহজ ও দ্রুত হয়। তৃণমূল পর্যায়ের এসএএও দ্বারা গ্রুপ গঠন ও নারী কৃষকদের চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। স্থানীয় পর্যায়ে (গ্রাম পর্যায় থেকে) তাদের প্রবেশ ঘটাতে

হবে, যে সম্পদ আছে তার উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে আর কতটুকু উন্নয়ন সম্ভব তার জন্য কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। এভাবে ধাপে ধাপে উপজলা, জেলা ও আঞ্চলিক র্পযায়ে তাদের সংগঠিত করা যেতে পারে। নারী কৃষকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ার প্রবাহ চিত্র নিম্নে দেয়া হল:

প্রবাহ চিত্র: নারী কৃষকদের সেবা প্রদান প্রক্রিয়া

## নেতৃত্বে নির্বাচন:

নারীর অংশগ্রহণ কার্যক্রম জোরদার করতে হলে নারী নেত্রী ও দলীয় কর্মী বাছাইয়ে তৃণমূল র্পযায়ের সম্প্রসারণ কর্মীদেরকে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর ওপর নজর দিতে হবে:

- যাদেরকে নির্বাচিত করা হবে তাদের ফার্ম সাইজ, শস্যবিন্যাস ও সামাজিক অবস্থান বিবেচনায় নেয়া
- নির্বাচিত নারীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্মান ও মিলেমিশে কাজ করার সদিচ্ছা থাকা
- যারা সম্প্রসারণ কাজে আগ্রহী, বাস্তব ক্ষেত্রে কাজে পটু ও কাজ করায় অভ্যস্থ
- বিনা দ্বিধায় সম্প্রসারণ বার্তা গ্রহণে ইচ্ছুক, নতুন প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ ও সর্বোপরি বার্তাগুলো অন্যকে জানিয়ে দেয়ায় আগ্রহী
- অতিমাত্রায় নজর দেয়া উচিৎ তাদেরকে, যারা ভৌগলিকভাবে নানাবিধ সুবিধা থেকে বঞ্চিত
- স্থানীয় নেতা প্রধানদের সহায়তা গ্রহণ, যারা কৃষি সম্প্রসারণে আগ্রহী
- প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে মোটেই দ্বিধা থাকবে না
- কাজের মেধা যাচাই করা, মেধাসম্পন্ন নারী ও সম্প্রসারণ কাজে জড়িত থাকতে ভালবাসে

## নারী কৃষক সংগঠনের সক্ষমতা বৃদ্ধি:

সক্ষমতা বৃদ্ধি করার প্রয়াসে প্রথমেই দেখতে হবে যে বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক গঠিত বেশ কিছু দল পাওয়া যাবে। কিন্তু দেখা যাবে, হয়তো বা তাদের আধুনিক যুগ উপযোগী শিক্ষা দীক্ষায় ও কলাকৌশল জ্ঞানে ততটা সমৃদ্ধ নয়। এখানে সম্প্রসারণ কর্মীদের ব্যাপক একটি ভূমিকা রাখার বিষয় আছে। অধিক পরিমাণে নতুন গ্রুপ গঠন না করে তাদেরকে সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ দিয়ে সম্প্রসারণ কাজে ব্যবহার করা যাবে। স্থানীয় র্পযায়ে তাদের কার্যকলাপ সমন্ধে সম্যক জ্ঞান দান করার পন্থা বের করতে হবে। তাদেরকে খামার করতে হলে বা বাড়িতে কাজ করতে হলে কি ধরনের উপকরণ থাকা দরকার, নেতৃত্ব দিতে হলে কী কী যোগ্যতা থাকা আবশ্যক ও গণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে কি ভাবে কাজ আদায় করা যায় মূলত এই বিষয়গুলোর উপর জোর দিতে হবে।

**নারী কৃষকগ্রুপ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে আন্তঃসংযোগ:**

নারী কৃষক গ্রুপ ও অন্যান্য সংস্থার সঙ্গে আন্তঃ সংযোগের মাধ্যমে একটি সহযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যেখানে প্রশিক্ষণ ও ব্যক্তি উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের দক্ষতা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণমূলক মনোভাব তৈরি হবে, ফলে নারীরা ফসল উৎপাদন, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি ব্যবসায় সম্পৃক্ত হতে পারবে। অনেক সংস্থা ইদানিং নারীকে মূল ধারার কর্মপদ্ধতিতে সম্পৃক্ত করেছে। কিন্তু তাদের মধ্যে কোন আন্তঃসংযোগ বা সমন্বয় নেই। কৃষি সম্প্রসারণ কর্মীকে এ বিষয়ে পূর্ণ নজর দিয়ে সবার সঙ্গে একটি আন্তঃসংযোগ স্থাপনের উত্তম ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

**সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ:**

- উন্নয়ন কর্মসূচি প্রণয়ন করতে হবে নারীকে কেন্দ্র করে এবং তার প্রয়োজনীয়তা ও সক্ষমতা বিবেচনা করে
- কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি নিয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স তৈরি করতে হবে
- প্রশিক্ষণে শুধুই কারিগরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিষয়াদি বলবেন বা শেখাবেন এমনটি হওয়া ঠিক হবে না, বরং একজন গ্রামীণ নারীর চাহিদা ও আগ্রহের বিষয়ে দৃষ্টি দিতে হবে
- কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক প্রশিক্ষণের ওপর জোর দিতে হবে
- শ্রম বাজার ও আয় বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডে নারীর প্রবেশ সহজীকরণ করতে হবে
- সামাজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধিকরণ এবং সম্ভাব্য অসহায়ত্ব ও ঝুঁকি হ্রাস করতে হবে
- কৃষি সেক্টরের বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি খাতের ভূমিকা পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে প্রযুক্তি ও সেবা পরিবর্তন করতে হবে

পরিশেষে বলা যায়, নারীর খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত জীবিকা নির্ধারণপন্থা নিশ্চিতকরণে একজন সম্প্রসারণ কর্মীকে যে সব বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল-

(ক) নারী-পুরুষ আয়ের অনুপাত
(খ) নারী-পুরুষ কৃষি শ্রমমূল্য
(গ) নারী-পুরুষ ভেদে জনপ্রতি খাদ্য প্রাপ্তি
(ঘ) নারী-পুরুষ ভেদে জনপ্রতি খাদ্যের পুষ্টিমান
(ঙ) নারী-পুরুষ ভেদে কৃষি কাজে অংশগ্রহণ

উপর্যুক্ত বিষয়সমূহে অসমতা দূর করে নারীর সমঅধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে সম্প্রসারণ কর্মীগণ পেশাগত দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি একজন সমাজ সেবকের কাজও করতে পারেন, এতে কৃষি ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে টেকসই উন্নয়নেরও সুযোগ সৃষ্টি হবে।